আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: কুমিল্লা

জাতীয়নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়সুশীলসমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. অধ্যাপক আমীর আলী চৌধুরী, শিক্ষাবিদ (সভাপতি)
২. মাহফুজ আনাম, সম্পাদক, দ্য ডেইলি স্টার
৩. গাজীউল হাসান খান, প্রধান সম্পাদক, বাসস
৪. আলহাজ ওমর ফারুক, আহ্বায়ক কুমিল্লা জেলা কৃষক লীগ
৫. ডা. যোবায়দা হান্নান, চিকিৎসক
৬. নাজমুল আলম চৌধুরী নোমান, সভাপতি, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, কুমিল্লা শাখা
৭. শাহ্ মো. সেলিম, যুগ্ম সম্পাদক, বিএনপি, কুমিল্লা শাখা, সাধারণ সম্পাদক, শিল্পকলা একাডেমী
৮. জাহানারা বেগম, জাহানারা কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ
৯. অধ্যাপক শারমিন কাদের, নির্বাহী পরিচালক, দৃষ্টি
১০. রূপা, ছাত্রী, বন্ধুসভা, প্রথম আলো
১১. নৃপেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী, সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট
১২. ডা. তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, সেক্রেটারি জেনারেল, হার্টকেয়ার ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা
১৩. অধ্যক্ষ মমিনুল হক চৌধুরী, সভাপতি, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)
১৪. জহিরুল হক দুলাল, সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি, কুমিল্লা
১৫. অ্যাডভোকেট সালমা আলী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফেমা
১৬. নূর-এ-আলম ভূঁইয়া, কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কুমিল্লা কমান্ড কাউন্সিল
১৭. জোহরা আনিস, সাবেক অধ্যক্ষ, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ
১৮. ডা. আলী হোসেন চৌধুরী, লেখক ও গবেষক
১৯. মাহমুদা ইসলাম, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০. হাসনে আরা মিনু, নির্বাহী পরিচালক, পেজার্ড
২১. মাশুক আহমেদ চৌধুরী, স্টাফ রিপোর্টার, সমকাল
২২. জমির উদ্দিন খান জম্পী, কমিশনার, কুমিল্লা পৌরসভা
২৩. অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, অহবায়ক, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি
২৪. অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র দাস, চান্দিনা মহিলা ডিগ্রি কলেজ
২৫. শাহ মোহাম্মদ আলমগীর, সভাপতি, কুমিল্লা জেলা দোকান মালিক ফেডারেশন
২৬. ইয়াসমিন রিমা, সম্পাদক, সাপ্তাহিক বর্ণপাঠ
২৭. বাহাদুরুজ্জামান, চেয়ারম্যান, বরুড়া পৌরসভা, কুমিল্লা
২৮. শফিক সিকদার, সভাপতি, উদীচী
২৯. ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, সাবেক সভাপতি বিএমএ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ
৩০. মো. লিয়াকত আলী, ছাত্র, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ
৩১. রুমান, ছাত্র, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ
৩২. আবুল হাসানাত বাবুল, সম্পাদক, সাপ্তাহিক অভিবাদন
৩৩. মো. সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া, ছাত্র, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ

৩৪. অশোক কুমার বড়ুয়া, সাংবাদিক
৩৫. অ্যাডভোকেট আফজাল খান, আহ্বায়ক, ১৪ দল ও সভাপতি, কুমিল্লা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
৩৬. মফিজ উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, কমিউনিস্ট পার্টি, কুমিল্লা জেলা
৩৭. অ্যাডভোকেট কাজী নাজমুস সা'দাত, পিপি ও সমবায়বিষয়ক সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম
৩৮. আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান, কুমিল্লা
৩৯. এ কে এম মফিজুর রহমান, সভাপতি, কুমিল্লা প্রেসক্লাব
৪০. শফিকুল ইসলাম শিকদার, যুগ্ম আহবায়ক, আওয়ামী লীগ, কুমিল্লা
৪১. আব্দুল্লা হিল বাকী, শিক্ষাবিদ
৪২. গোলাম ফারুক, অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট
৪৩. এডভোকেট সৈয়দ আব্দুল্লাহ পিন্টু, সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি, কুমিল্লা
৪৪. জামিলুর রেজা চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও উপাচার্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
৪৫. মো. সালাহউদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, সেবা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও সাধারণ সম্পাদক, ফেমা, কুমিল্লা
৪৬. সদরুল হাসান মজুমদার, কো-অর্ডিনেটর BNELA
৪৭. মো. আব্দুল হালিম, প্রভাষক, ডিগ্রী কলেজ, শারোন্দি, চাঁদপুর
৪৮. পাপড়ি বসু, সভাপতি, এফপিএবি, কুমিল্লা
৪৯. জাহিদূর রহমান মামুন, সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট
৫০. অধ্যাপক হাসান ইমাম মজুমদার ফটিক, অধ্যক্ষ, নজরুল একাডেমি
৫১. অ্যাডভোকেট প্রহ্লাদ দেবনাথ, আহবায়ক, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি
৫২. শাকির মজুমদার, সহ-সভাপতি, কুমিল্লা বিতর্ক পরিষদ
৫৩. শেখ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, উদীচী, কুমিল্লা
৫৪. বাহার উদ্দিন রেজা, বীর প্রতীক
৫৫. সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম, অধ্যক্ষ, শশীদল আলহাজ মুহাম্মদ আবু তাহের কলেজ, ব্রাহ্মণপাড়া
৫৬. সহিদ উল্লাহ মিয়াজী, প্রতিনিধি, নয়া দিগন্ত, কুমিল্লা
৫৭. এ জি মাহমুদ, প্রধান সমন্বয়কারী, দারিদ্র্য দূরীকরণ সামাজিক কার্যক্রম
৫৮. ফখরুল হুদা হেলাল, কবি ও সংগঠক
৫৯. এ আর মজুমদার সাকি, যুগ্ম সম্পাদক, নজরুল পরিষদ, কুমিল্লা
৬০. সমীর মজুমদার, সাংস্কৃতিক কর্মী
৬১. এস এ মান্নান, মুক্তিযোদ্ধা ও উন্নয়নকর্মী
৬২. হাফেজ মো. জানে আলম, সভাপতি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, কুমিল্লা শহর
৬৩. মোবারক হোসেন, একজন ভোটার
৬৪. তারিকুল হক, যুগ্ম সম্পাদক, কুমিল্লা জেলা যুবলীগ
৬৫. তারিকুল ইসলাম জুয়েল, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, কুমিল্লা শাখা
৬৬. বশির আহম্মদ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ
৬৭. মুক্তিযোদ্ধা মো. শহিদুল হক সেলিম, সহসভাপতি কুমিল্লা প্রেসক্লাব
৬৮. মো. মফিজ উদ্দিন ভূঁইয়া, চেয়ারম্যান, কুমিল্লা পৌরসভা
৬৯. মো. আলী মুর্তজা মাসুদ, সংগঠক, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি
৭০. কাজী মাহতাব সুমন, সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট
৭১. আব্দুল মমিন, ডেপুটি কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
৭২. মো. আব্দুল আউয়াল হেনা, যুগ্ম সম্পাদক, ড. আখতার হামিদ খান ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা
৭৩. জাকির.হোসেন, প্রচার সম্পাদক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট
৭৪. মো. খলিল উদ্দিন আখন্দ, অধ্যক্ষ, বঙ্গবন্ধু কলেজ, নাগাইল, ব্রাহ্মণপাড়া

৭৫. আরিফ ইবনে আতিক, চাকরিজীবী, বাখরাবাদ গ্যাস
৭৬. আবুল কালাম হাসান (টগর), সাধারণ সম্পাদক, কুমিল্লা মোবাইল ব্যবসায়ী সমিতি
৭৭. মোর্শেদ আলম, নির্বাহী কর্মকর্তা, গণ গ্রামীণ বীমা ডেলটা লাইফ
৭৮. শিবলী নোমান, বাসদ সমর্থক, কুমিল্লা
৭৯. নিলুফা ইয়াসমিন, নির্বাহী পরিচালক, মহিলা হস্তশিল্প
৮০. তপন সেনগুপ্ত, সদস্য, খেলাঘর, কুমিল্লা জেলা কমিটি
৮১. মো. আব্দুল হাই বাবুল, সাবেক ভিপি, ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
৮২. মো. আলমগীর তালুকদার, নির্বাহী পরিচালক, ভরসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮৩. আব্দুল কাইয়ুম, যুগ্ম সম্পাদক, প্রথম আলো

সমন্বয়কারী
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূচনাপর্ব

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আমাদের 'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭ জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' শীর্ষক আজ তৃতীয় আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ। কুমিল্লায় এই নাগরিক সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও চ্যানেল আইয়ের পক্ষ থেকে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনারা যে আজকের এ সংলাপে অংশ নিতে এসেছেন এজন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আপনাদের আমি অভিনন্দন জানাই।

আমরা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক ধারা পুনঃপ্রবর্তন করি ১৯৯১ সালে এবং তারই ধারাবাহিকতায় গত দেড় দশক ধরে তিনটি সফল নির্বাচনের ভেতর দিয়ে তিনটি সরকার দেশ পরিচালনা করেছে। এই যে দেড় দশক সময় গেছে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশক হিসেবে চিহ্নিত এবং আমরা অনেক সময় আমাদের ভাষায় বলি, এটি গণতন্ত্রের দেড় দশক ও একই সঙ্গে উন্নয়নের দেড় দশকও বটে। এই সময়কালে বাংলাদেশে প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। আপনাদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই সময়কালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় বেড়ে প্রায় দেড় গুণ হয়েছে। রপ্তানি বেড়েছে পাঁচ গুণ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে দেড়গুণ, শিক্ষার হার বেড়েছে ও খাদ্যনিরাপত্তা পরিস্থিতি আরেকটু সংহত হয়েছে। একই সঙ্গে আমাদের দেশ শিল্পায়নের দিকেও এগিয়েছে অনেক। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে–সে শিশুমৃত্যুর হার হোক কি আমাদের জীবনমানের সাধারণ পরিস্থিতিই হোক, অথবা আমাদের আয়ুষ্কাল–অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু বাংলাদেশ গত দেড় দশকে বেশ উন্নতি করেছে; এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কাঠামোগতভাবে কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে। আর এই যে উন্নতির ক্ষেত্রে দুর্বলতার কথা বলছি, এর একটি বড় কারণ হিসেবে আমরা দুর্নীতিকে চিহ্নিত করতে পারি।

২০০১ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের পক্ষ থেকে আমরা টাস্কফোর্স গঠন করে অনেক দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ সরকারের কাছে তুলে ধরেছিলাম। ২০০৩ সালে আমরা সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছি, সরকার অনেক কিছু বাস্তবায়ন করেছে, আবার অনেক কিছু বাকি আছে। এখন আবার ২০০৭ সাল যখন আসছে তখন আমাদের মনে হলো সামনের দিকে তাকানোর জন্য আমাদের একটি উন্নয়ন রূপকল্প দরকার, যা আমাদের সামনের চেহারাটাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরবে। এজন্য আমরা বাংলাদেশের বিদগ্ধ, স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু ব্যক্তিকে একত্র করে একটি উন্নয়ন রূপকল্প তৈরির কাজ হাতে নিয়েছি। সেটি প্রস্তুত হচ্ছে। তারপর আগামী সরকার যে আসবে তারা ১০০ দিনে কী করবে, তিন মাসে কী করবে, এর জন্য আপনাদের সকলের মতামত সংবলিত বেশ কিছু বিষয় আমরা সংকলিত করব।

আপনাদের কাছে নীল রঙের কাগজে আমরা নাগরিক আকাঙ্ক্ষার একটি তালিকা দিয়েছি। লক্ষ করবেন, আমরা কোনো অগ্রাধিকার নির্ণয় করিনি, কারণ আমরা যদি দারিদ্র্যমুক্ত ও সম্পদ সুযোগের বৈষম্যহীন সমাজ চাই,

তাহলে একই সঙ্গে হয়তো আরও দশটা জিনিস চাইতে পারি। যেমন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে যুবকদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি পর্যন্ত আসতে পারে। তাই অগ্রাধিকার ঠিক করা খুব মুশকিল। অনেক কিছুই আমাদের একসঙ্গে করতে হবে। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের মতামত আমরা চাই। আমরা আপনাদের মতামতগুলো একত্র করে নাগরিক কমিটির কাছে আমরা নিয়ে যাব তাদের বিবেচনার জন্য।

আলোচনা

মাহফুজ আনাম

আমরা সব ধরনের কালো আইনের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতাকারী সবকিছুর আমরা বিরুদ্ধে। আমরা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমরা মানুষের সব ধরনের অধিকার ও বিশেষভাবে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বাসী। এখন প্রশ্ন জাগে যে, আমরা কেন একটি আক্ষেপের মধ্যে বাস করছি।

নির্বাচনের সামনে এসে আমাদের নেতারা, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যেসব প্রতিশ্রুতি জনগণকে দেন, পরবর্তীকালে নির্বাচিত হওয়ার পরে সেই প্রতিশ্রুতি তারা রাখেন না। শুধু রাখেন না, তা-ই না, অনেক ক্ষেত্রে তারা যে ধরনের প্রতিশ্রুতি দেন তার বিপরীতে কাজ করেন। আজকে আবার একটি নির্বাচন সামনে এসেছে। আমাদের বক্তব্য দেওয়ার সময় এখন। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে, আমরা রাজনীতি করি কি না। প্রথম কথা হলো, আমি একজন ভোটার, একজন নাগরিক, একজন করদাতা–অবশ্যই আমি দেশের রাজনীতির ওপরে অথবা যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তার ওপরে বক্তব্য রাখব।

নির্বাচন হচ্ছে জনগণের একটি অধিকার, সেই নির্বাচনের মাধ্যমে কে ক্ষমতায় আসে, কে ক্ষমতাচ্যুত হয়, আমি সেটা পরে বিচার করব। কিন্তু প্রথম যেটা আমার দাবি সেই নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে কি না, কেননা আমি পাঁচ বছর পরপর এই একটা সময় পাই সার্বভৌমত্ব দেখাতে। তাই জনগণ হিসেবে, ভোটার হিসেবে আজকে আমার একটি জোরালো দাবি–সুষ্ঠু নির্বাচন। আপনারা দেখবেন যে, আজকাল নির্বাচন কমিশন সাংবাদিকদের তাদের এলাকায় ঢুকতেই দিচ্ছে না। ঢুকতে দিলে তারা কথা বলছে না। তাহলে কে জনগণের প্রশ্নের উত্তর দেবে? রাজনীতির মধ্যে যে দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে, দুর্নীতির যে ইস্যু, সে ইস্যু আজকে একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে কালো টাকার মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনার প্রক্রিয়া চলছে। আপনি নির্বাচন করছেন, আপনি কে, আপনি যে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন সেটা সঠিক কি না। আপনি সেখানে দাবি করলেন আপনি এটা, আপনি ওটা–এটা সঠিক কি না কে দেখবে? বিশেষ করে, সেখানে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, আপনার অর্থের যে উৎস, এটা কোত্থেকে এসেছে? তাহলে আপনার-আমার কি সেই প্রশ্ন ওঠানোর অধিকার নেই? আমরা আশা করব, আপনাদের এই আলোচনার মাধ্যমে, টেলিভিশন, খবরের কাগজের মাধ্যমে এবং আপনাদের মুখের কথার মাধ্যমে দেশব্যাপী এই বিষয়ে একটি জনসচেতনতা তৈরি হবে। সবার মুখে মুখে যেন একটি কথা আসে যে, আমরা সৎ সাংসদ চাই। আমরা যোগ্য ব্যক্তি চাই।

গাজীউল হাসান খান

রাজনীতিতে দুর্নীতি আছে। আর সুশীল সমাজে আমি যেটি দেখতে পাই সেটি হলো সুবিধাবাদ। এই কারণে বলছি যে, এই সুশীল সমাজ গ্রামের মানুষ, কৃষক ও মেহনতি মানুষের কথা কি তেমনভাবে বলছেন? শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রামীণ পরিবেশ ছেড়ে শহরে গিয়ে ওঠেন। আর ওপরতলার মানুষ হয়ে যান। তাহলে কি রাজনীতি ও সুশীল সমাজ রেললাইনের মতো সমান্তরাল হয়ে চলবে? মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সুশীল সমাজকে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

আলহাজ ওমর ফারুক

একটা জিনিস বুঝি যে আজ সুবিধাবাদ, সন্ত্রাস, কালো টাকার মালিক, দুষ্টচক্র এই সমাজটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এই যে শব্দগুলো উচ্চারণ করলাম, তাদের যারা প্রতিনিধিত্ব করে, সুবিদাবাদী যারা, তারাই কিন্তু আপনাদের এই ভূমিকাটাকে সঠিকভাব নিতে পারছে না। আমরা যারা এখানে আলোচনা করছি, আমাদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেছিল। আর তাদের ভেতর অনেকেই দেশের ক্রান্তিলগ্নে দেশের মানুষের জন্য কথা বলেছে। এ রকম আমরা অনেকেই এখানে আছি। আপনারা যখন কিছু সত্যি কথা মানুষের সামনে নিয়ে এসেছেন, আমার চরিত্রটাকে সবার সামনে তুলে ধরেছেন, যখন আমি কে, আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমার মনে হয় তখন আমার গায়ে কিছু ফোস্কা পড়েছে। আমি একটা জিনিস পরিষ্কার বলতে চাই, আজও এ দেশে অনেক গুণী ব্যক্তি আছেন, অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছেন, যারা যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য এখনো কাজ করছেন। এখানে সবকিছু এসেছে। এ দেশের সেনাবাহিনীকে, এ দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এ দেশের নির্বাচন কমিশনকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সম্বন্ধে বলতে হবে। নির্বাচন কমিশন সম্বন্ধে একটি শব্দও নাই, এই দু-একটি জিনিস একটু পরিষ্কার থাকলে, আরও একটু ভালো লাগত আমাদের কাছে।

ডা. যোবায়দা হান্নান

যারা রাজনীতিবিদ তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বলছি, আমরা কি নিজের মনের কাছে একবার প্রশ্ন করি যে, আমরা কেন রাজনীতি করি? মানুষের জন্য রাজনীতি করি। সুশীল সমাজ একটা দেশকে গড়তে পারে। রাজনীতিবিদরাও ওই কাজ করছে। কিন্তু সুশীল সমাজের এখানে অনেক ভূমিকা রয়ে গেছে। আগামী ২০০৭ সালে আমাদের জাতীয় নির্বাচন হবে। সেই জাতীয় নির্বাচন হবে আমাদের জন্য ভয়াবহ। এজন্য যে, আমরা দুই দলের কেউ ছাড় দিতে রাজি না। তাহলে দেশ কোথায় যাবে? এখন পর্যন্ত কেউ কাউকে ছাড় দেব না। আমরা আছি এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে। যেই দলই সামনে ক্ষমতায় আসুক না কেন, সেই দলের মধ্যে একটা নীতি থাকতে হবে। তারা নিজের দলীয়করণ না করলে সবচেয়ে ভালো হবে বলে আমি মনে করি। আজকে এই যে প্রশাসনের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব, যে দলই আসে না কেন, দলীয় প্রভাবটা যেন কিছুতেই না হয়। তাদের মধ্যে যেন নীতি থাকে।

নাজমুল আলম চৌধুরী নোমান

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটা খুবই একটা ভালো আয়োজন এবং পাশাপাশি এটাও মনে করি যে, এই আয়োজনের কারণ হচ্ছে, আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনের অস্থিরতা, অবিশ্বাস, পরমতসহিষ্ণুতার অভাব।

এ কারণেই আজকের সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। আজকে বিভিন্ন বক্তারা বলেছেন, আমাদের দেশ স্বাধীনতার পর থেকে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। আবার অনেক কিছু প্রত্যাশা অনুযায়ী আমাদের প্রাপ্তি ঘটে নাই। আমি মনে করি, আমাদের যে উন্নতি হয়েছে, তা হলো আমরা যারা আগে চাপকলে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতাম, তারা এখন মিনারেল ওয়াটারে অভ্যস্থ হয়েছি। আমরা যারা আগে লুঙ্গি বা শাড়ি দিয়ে মুখ মুছতাম, তারা টিস্যু পেপার ব্যবহার করছি। আমরা যারা ফুল নিয়ে গন্ধ নিয়ে ছিঁড়ে ফেলতাম, তারা আজ একজন আরেকজনকে ফুল দিচ্ছি। এটাই আমাদের শুধু উন্নতি হয়েছে।

আর অবনতি হয়েছে অনেক, বিশেষ করে মানবাধিকার পরিস্থিতির অনেক অবনতি হয়েছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি ঘটেছে। র‍্যাব গঠনের নামে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। আসলে রাজনীতিবিদরা আইনের শাসন চান না।

শাহ্ মো. সেলিম

আপনাদের এ উদ্যোগ ভালো। তবে গ্রামের মুনুষকেও এ উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারলে এটা সফল হতে পারে। আমাদের বেশিরভাগ মানুষ তো সেখানেই থাকে। আরেকটি কথা, রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা আরও বেশি করে হওয়া উচিত।

জাহানারা বেগম

আমাদের দেশে ধীরে হলেও নারীসমাজের অগ্রগতি হচ্ছে। অনেক অশিক্ষিত দুস্থ মেয়েরা সংগঠিত হয়ে কাজ করছেন। বাংলাদেশের একটি সহজ উপকরণ, যেমন, এক টুকরো বাঁশ নিয়ে আমাদের শিল্পে তারা কাজ করে

যাচ্ছেন। তবে তাদের আরও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দরকার। যা-ই ভাবি না কেন, নারীসমাজের দিকে আমরা যেন বিশেষভাবে লক্ষ রাখি।

মমিনুল হক চৌধুরী

দেশে সার্বিকভাবে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে সুশীল সমাজের ওপর একটা দায়িত্ব এসে পড়ে। বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। এর বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে আমরা যদি সত্যিই কাজে লাগাতে পারতাম, তাহলে সে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হতে পারত। কিন্তু আমরা কী দেখছি, ঢালাও দুর্নীতি। এভাবে সব সম্ভাবনার দরোজা আমরা একরকম বন্ধ করে দিচ্ছি। সব কাজ শেষ পর্যন্ত রাজনীতিবিদরাই করবেন। সুশীল সমাজকে তাদের প্রতিপক্ষ ভাবা ঠিক হবে না। কিন্তু এখন যা করণীয় তা হলো, দুর্নীতি রোধ করতে হবে।

জহিরুল হক দুলাল

যখন এই উদ্যোগটা নেওয়া হলো, প্রথমদিকে আমি গুরুত্বটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু যখন সবগুলো রাজনৈতিক দল তার বিরোধিতা শুরু করল, তখন বুঝলাম যে এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রয়েছে। কারণ, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর যে ঐতিহ্য, সেখানে কিন্তু একমত পোষণ করার ঐতিহ্য খুব কম। কখনো কখনো দেখেছি সংসদে শুল্কমুক্ত গাড়ি কেনার ব্যাপারে দুই দলই একবার ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। আর তেমন একটা কোথাও দেখি না। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু গত ৩০ বছরে একটি ব্যাপারে ১০০ ভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। তারা এই ৩০ বছরে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শিক্ষিত, মার্জিত, দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পেরেছে। আজকে সেখানে এসেছে কালো টাকার অধিকারী মাস্তান, অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এই যদি একটি রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতি হয়, তাহলে সেখানে আপনার সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতেই হবে। আমি এটা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের কথা বলছি না। আমাদের কিন্তু গণতান্ত্রিক চর্চাটা অনুপস্থিত, এ কথা কেউ বলছে না।

অ্যাডভোকেট সালমা আলী

আমরা মনে করি, আমরা যদি সবাই নিজের নিজের জায়গা থেকে নিজের কাজগুলো করি, তাহলে কিছু করা যাবে। আপনারা কি পারেন না আপনাদের এলাকায় এমন নেতাদের পেছনে থাকতে, যারা দেশের জন্য, আপনার জন্য, আমাদের মহিলাদের জন্য, সবার জন্যে কাজ করছেন; কিন্তু তিনি মনোনয়ন পাচ্ছেন না। তার জন্য লবিং করি না কেন আমরা? আমরাও আছি তাদের সঙ্গে। আপনারা যদি আমাদের বলেন, আমরাও আপনাদের সাহায্য করব। আমরা আমাদের সব দলকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই যে কম্পিটিশন, একজন বিজনেসম্যানকে দিলে আরেকজনকেও দিতে হবে। এই যে, দেখছেন সচিবরা সব এখন মনোনয়ন পাচ্ছেন। তারা যখন এসে নির্বাচন করে সাংসদ হয়ে যান, এ রকম অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে আছে, তখন তারা কিন্তু জনগণের সঙ্গে থাকেন না। ওই যে কিছু পলিটিক্যাল ক্যাডার আছে, সেসব ছেলেদের নিয়ে ওনারা এলাকা চালাচ্ছেন। এটা হতে দেওয়া যাবে না। এগুলো বন্ধ করা আমাদের খুব প্রয়োজন। আর যেটা আপনারা বললেন, দলের ভেতরে গণতন্ত্র–এই বিষয়টা যারা অনেক বছর আগে থেকে পলিটিক্স করছেন, তাদের করতে হবে। আপনাদের এ বিষয়টি নিজেদের আদায় করে নেওয়া দরকার। সবাই তো আপনারা সংসদে যাচ্ছেন না। যারা যাচ্ছেন না, এই ৩০০ জনের বাইরে, তাদের কিন্তু কথা বলা দরকার।

নূর-এ আলম ভূঁইয়া

আজকে সুশীল সমাজ জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে যে চিন্তা করেছে, সেটা জাতির জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। আজকে দেশে জাতি ও দেশকে বাঁচানোর জন্য কোনো রাজনীতি চলছে না। সেটা যে দলেরই হোক, এ দেশে নিজের চেয়ার ও ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনীতি চলছে। দেশ ও জাতি আমাদের প্রতি অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে আছে। আজকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা গঠন করেছি। আসুন, সবাই মিলে দেশটা উন্নত করার চেষ্টা করি।

জোহরা আনিস

২০০৭ সালের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ না হয়, যদি সৎ, নীতিমান লোক আমরা সংসদে পাঠাতে না পারি, তাহলে আমাদের দেশে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে। আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই, আমি আপনাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি। আপনারা যে নাগরিক-আকাঙ্ক্ষার একটি তালিকা দিয়েছেন, ২০২১ সালে কেমন বাংলাদেশ চাই, সেখানে কতগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে। এখানের প্রত্যেকটা পয়েন্টই যথার্থ। স্থানীয় সরকার আছে, আমরা জানি, মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হচ্ছেন। তারা কি কোনো কাজ করতে পারছেন। কোনো কাজ করতে পারছেন না। বরং অনেক জায়গায় নির্যাতিত হচ্ছেন, নিপীড়িত হচ্ছেন। মানুষের কল্যাণে কোনো কাজ করার ক্ষমতা তাদের নেই। সেই সুযোগ তাদের করে দিতে হবে। মানসম্পন্ন, একীভূত, অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা যদি মানসম্পন্ন না হয়, তাহলে আমরা যোগ্য সাংসদ পাব কোথা থেকে? কাজেই শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

আলী হোসেন চৌধুরী

আমাদের কাউকে না কাউকেই বলতে হবে, উদ্যোগ নিতেই হবে, যারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারা বড় একটা কাজ করেছেন। এটার ফলাফল কী হবে আমি জানি না। একটা আলোড়ন হচ্ছে, একটা প্রতিধ্বনি হচ্ছে, কিছু একটা বেরিয়ে আসছে এটাই সত্য কথা। গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হল সুশাসন। আমরা যে গণতন্ত্র দেখছি, সুশাসন সেখানে অনুপস্থিত। যোগ্য প্রার্থীর কথা এই উদ্যোক্তার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। আমরা চাই, সেই রকম প্রার্থী আমরা তৈরি করব। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে, এই সংসদের মধ্য দিয়ে, এই সংশ্লিষ্টতার মধ্য দিয়ে আগামীদিনের সৎ যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে আমরা এগিয়ে যাব।

মাহমুদা ইসলাম

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি হলো ভোটার তালিকা। বাংলাদেশে এই যে খসড়া ভোটার তালিকাটি হয়েছে, সেই ভোটার তালিকা নিয়ে কিন্তু প্রথমে প্রশ্ন তুলেছিলেন সুশীল সমাজের ব্যক্তিত্বরাই। তারা অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এটা কী ধরনের একটা অবিশ্বাস্য, অগ্রহণযোগ্য তালিকা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজকে কিন্তু সবাই মোটামুটিভাবে বিশ্বাস করছেন, মেনে নিচ্ছেন যে, এই ভোটার তালিকা দিয়ে কিছুতেই নির্বাচন সম্ভব নয়। সুতরাং একইভাবে সুশীল সমাজ রাজনৈতিক দলগুলোকে চাপের মুখে রাখতে পারে মনোনয়নের ব্যাপারে। একবারে হয়তো তারা আপনার কথা শুনবে না। কিন্তু বারবার বলতে বলতে একদিন তারা শুনবে। আমরা মনে করি, জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রার্থী মনোনয়নের পূর্বশর্ত হওয়া উচিত–পেশা, বিত্ত বা অর্থ নয়।

আমরা কিন্তু অনেক কথাই বলি। কিন্তু আমরা বাইরে গিয়ে চিৎকার করে কখনোই বলি না যে, আমার অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি আমার সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেছিলেন, এই বিষয়ের অঙ্গীকারগুলো তিনি রাখেননি। রাজনৈতিক দল যদি একটা বিত্তশালী লোককে মনোনয়ন দিয়ে দেয়, যার সেই অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ নেই কিন্তু টাকা দিয়ে নির্বাচন করতে চান। স্থানীয় জনগণ যদি বিক্ষোভ করে, জনগণের বিক্ষোভের মুখে কখনোই একজন জনপ্রিয় প্রতিনিধির সঙ্গে সেই বিত্তশালী জয়লাভ করতে পারবেন না। এর জন্য আমাদের নিজেদের কমিটমেন্ট, নেটওয়ার্কিং এবং ভিশন ঠিক রাখতে হবে।

হাসনে আরা মিনু

আমি অনুরোধ করব, যেন সরাসরি নির্বাচনের জন্য মহিলাদের অংশগ্রহণ, এই বিষয়ে আপনাদের দাবি থাকে। আরেকটা বিষয় এই যে, সরাসরি নির্বাচন করতে দিতে আপত্তিটা কোথায়? আপনাদের কি মনে হয় যে, এ শের নারীরা এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছে যে, সরাসরি নির্বাচন করলে সবগুলো সিট দখল করে নেবে। আমি চিন্তিত আরেকটি বিষয়ে, আমি দেবপ্রিয় বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যারা পাহাড়ের অধিবাসী, তাদের

ব্যাপারে কিন্তু আমাদের ভাবা উচিত, একটা বিশাল জনসংখ্যা, যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তারা তাদের নীড়গুলো পাচ্ছেন না এবং যে সরকারই ক্ষমতায় আসছে তাদের কথাগুলো শুনছে না।

জমির উদ্দিন খান জম্পী

এখানে নির্বাচনী সৎ নেতৃত্বের কথা বলা হচ্ছে। আমি বেশ কয়েকবার নির্বাচিত হয়েছি, নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচন করেন ভোটাররা। উনি নির্বাচিত হতে পারবেন কি না? এখন ভালো লোকটাকে নির্বাচন করতে হলে এই নির্বাচনের যে চেইনটা আছে, কনডাক্ট অব চেইন, যেটা প্রিসাইডিং অফিসার, নিরাপত্তা ইত্যাদি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্বাচনী কনডাক্ট যারা করেন, তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়। গত নির্বাচনে দেখেছি একজন দলীয় প্রার্থীকে পাস করানোর জন্য সেন্টারে কারা কারা থাকবেন তাদের লিস্ট নিয়ে নেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে, রাতের মধ্যেই নির্বাচনে যারা অন্য প্রার্থীর পক্ষে কাজ করবেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়ে গেছে। শুধু সৎ মানুষ নির্বাচন করলেই হবে না, এই চেইনটাকেও আমাদের সততার নিরিখে যাচাই-বাছাই করে ঠিক করে দিলে হয়তোবা আগামী দিনে সুন্দর ও স্বচ্ছ একটা নির্বাচন আমরা উপহার পেতে পারি। পৃথিবীর কোথাও সাংসদদের সরাসরি উন্নয়নে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায় না। উন্নয়নে তার সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার কথা না। যার ফলে তিনি একজন জনপ্রতিনিধি না হয়ে বাণিজ্যিক প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হচ্ছেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার প্রস্তাব থাকবে, আগামীদিনে আপনারা যেখানে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত করবেন, যেন জাতীয় সংগীত দিয়ে সেটা শুরু হয়।

শাহ মোহাম্মদ আলমগীর

আজকে টাউন হলের মধ্যে সংলাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি অনুরোধ করব, এই উদ্যোগকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যারা কালো টাকার মালিক ও দুর্নীতিবাজ, যারা ঘুষ নিয়ে কালো টাকার অধিকারী হয়েছেন, যারা গত নির্বাচনে ৫ কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচিত সাংসদ হয়েছেন, আগামী নির্বাচনে কালো টাকার মালিক যারা ১০ কোটি, ২০ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে নির্বাচনে নামছেন, যারা সাধারণ ভোটারকে ১০০ টাকা, ২০০ টাকা দিয়ে তাদের মূল্যবান ভোট ক্রয় করার চেষ্টা চালাচ্ছেন; সেই শ্রমজীবী, পেশাজীবী, সকল মানুষের কাছে উন্মুক্তভাবে টাউন হলের মাঠে যদি আমাদের বক্তব্যগুলো পেশ করতে পারি, তাহলে আগামী নির্বাচনের আগে সবাইকে আমরা উদ্বুদ্ধ করতে পারি।

বাহাদুরুজ্জামান

২০০৭ সালে যে নির্বাচন হবে, দল মনোনয়ন দেবে কাকে? যারা প্রার্থী হবে তাদের আমরা চিনি। তারা তো সেই কোটিপতি, তারা লুটপাটকারী। সেই লোকেরা ৫ লাখ ভোট নিয়ে আসবে সেখানে থেকে, আবার সংসদে যাবে। আমি কুমিল্লার যে নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্বে করি, আমি জানি, ১৬ জন কোটিপতি মনোনয়ন চাইবে দুই দল থেকেই। তারাই আবার এমপি, তারা সুশীল সমাজের লোক না। তারা জনগণের লোক না। গ্রামে যান ৫ লাখ মানুষ। তারা ধর্মীয় গোঁড়ামির আড়ালে বাস করে। আমার এলাকায় ৫১১টা মসজিদ আছে। মসজিদের ইমামরা যখন শুক্রবার দিন বলেন যে অমুক জায়গায় ভোট না দিলে দেশটা অমুক হয়ে যাবে, তখন আপনারা কোথায় কথা বলবেন? প্রত্যেক স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা প্রত্যেকে রাজনৈতিক দলের সদস্য। তাদের আগে ঠিক করতে হবে। প্রত্যেকটা প্রিসাইডিং অফিসার কলেজের শিক্ষক, তারাও দল করে। তাদেরকে ঠিক করতে হবে।

ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ

ব্যয়ের একটা স্বচ্ছতার প্রয়োজন আছে। সরকারিভাবে অর্থের অপচয়, এক্ষুনি বন্ধ করা দরকার। কর-কাঠামোতে সবাইকে আনা উচিত। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বাধা রয়েছে। আজকের বিচারব্যবস্থা কোথায় রয়েছে? আমি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ রাজনীতিবিদদের বলতে চাই, আপনারা ক্ষমতাটা নিজের হাতে নেন না কেন? রাজনীতিবিদ দেশের সিদ্ধান্ত দেবেন, এটাকে এক্সিকিউট করবেন আমলারা। আপনারা এই কাজটা কেন করেন না? আর যদি অসুবিধাই হয় মনে করেন, তাহলে এক্সিকিউটিভ পর্যন্ত যে পোস্টগুলো আছে, সচিব থেকে ডিসি পর্যন্ত এগুলো রাজনীতিবিদরা নিজেরাই ভাগ করে নিয়ে নেন। তাহলে জনগণ কাজ পাবে। ডিসি বুঝবেন না,

বুড়িচঙ্গে কোথায় খাল কাটতে হবে, আমার কোতোয়ালিতে কোথায় ড্রেনটা বড় করতে হবে। ডিসি কীভাবে বুঝবেন? আমার জনপ্রতিনিধি বোঝেন। আমার জনপ্রতিনিধি যত খারাপই হন, তিনি এলাকার দায়িত্ব না পালন করে যেতে পারবেন না। তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন এটা কেন পারবে না? একটা ভোটার লিস্ট তৈরি করা যায় না। একটা নিরপেক্ষ লোক এই দেশে নাই–বুঝলাম না। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে তো আমাদের একজন করে ওয়ার্ড মেম্বার আছেন। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্য আছেন, দুজন সদস্যকে ঠিক করে দিলে কি একটা ভোটার লিস্ট তৈরি হয় না? আজকে ভোটার লিস্ট তৈরি না হলে আমি নিজেই সংশয়ে আছি যে, এই ২০০৭ সালে নির্বাচন কীভাবে হবে?

আবুল হাসানাত বাবুল

দেশের জঙ্গিবাদ সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হয়েছিল প্রিন্ট মিডিয়াকে, সেই প্রিন্ট মিডিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়েছে। যেই একুশ-বাইশটি খসড়া তালিকা আছে, এতে প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এ ধরনের গুরুত্বের বিষয়টি আমার মনে হয় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

অ্যাডভোকেট আফজাল খান

আপনাদের উদ্যোগটা ভালো। কিন্তু আপনাদের রাজনীতিবিদদের কোনো প্রতিপক্ষ হওয়া ঠিক হবে না। এটাকে পরিষ্কার করতে হবে। আর বিশেষ করে, দেশের সর্বক্ষেত্রে অরাজকতা, সন্ত্রাস, কালো টাকা। এই টাকাগুলো কোত্থেকে আসছে? এটা যদি সঠিকভাবে ধরা হয়। গত দুইটা নির্বাচনে, একটা নির্বাচনে এমপি হওয়ার আগে কত টাকা ছিল আর এমপি ফেল করার পরে আর কয়টা ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে? এটা যদি ঠিক করা যায় কালো টাকার পাহাড় বন্ধ হয়ে যাবে। সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে। আর জঙ্গিবাদের কথা যেটা বলা হচ্ছে, এটা হলো আরেক জিনিস। এটা হলো ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য সরকারের নিজস্ব বানানো জিনিস।

মফিজ উদ্দিন আহমেদ

আসলে আজকে আমরা জানার জন্য এসেছি। আমরা দেখব আপনাদের এই নীতিগত যে অবস্থান বা প্রক্রিয়া ওটা সঠিক কি না? সঠিক থাকলে আমরা আপনাদের পাশে থাকব ও উৎসাহিত করব। এই দেশের জনগণের মঙ্গলে আমরা আপনাদের সঙ্গে কাজ করব। পাশাপাশি আজকে আমার আরেকটি কথা, আমাদের পার্টি যে ৫৩ ধারা দিয়েছে, তার মধ্যে আপনাদের এ ২১টা পয়েন্ট কিন্তু আছে।

কাজী নাজমুস সাদা'ত

জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস, আর এই জনগণের ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। জনগণ আসলে জানে না যে, একজন সংসদ সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? কারণ সংসদ সদস্যের দায়িত্ব বা কর্তব্য পাঠ্যবইয়ে কিন্তু উল্লেখ করা নাই। তাই আজকে আমি এই নাগরিক কমিটির মাধ্যমে বলছি, যাতে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আপনারা সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর ব্যাপারে বলছেন, তবে এর কোনো সংজ্ঞা আপনারা নির্ধারণ করেননি। সেই সংজ্ঞাটা নির্ধারণ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাই।

আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার

দেবপ্রিয় সাহেব তার উদ্বোধনী বক্তব্যে ১৯৯০ সাল থেকে শুরু করেছেন। আসলে আমাদের ইতিহাস '৯০ থেকে না। আরও পূর্বের। জাতি হিসেবে আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি দেশ স্বাধীন করেছি। জাতির একজন নেতাও ছিলেন আমাদের। যার ডাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

দেবপ্রিয় সাহেব বলেছেন উন্নয়নের কথা। কীসের উন্নয়ন হয়েছে আমাদের? একজন লোকের কাছে ১ হাজার কোটি টাকা আছে, আরেকজনের পকেটে ১ টাকাও নেই। আসলে এই উন্নয়নের জন্য তো আমরা দেশ স্বাধীন করি নাই। কালো টাকার মালিকরা কি শুধু নির্বাচন করে? নির্বাচন করা ছাড়াও জাতির সামনে অনেক কালো টাকার মালিক আছে। আজ তাদেরও চিহ্নিত করতে হবে। আমাদের জাতির সম্পদই শুধু রাজনৈতিক নেতারা

লুট করে নাই, লুট করেছে আমাদের জাতির সমস্ত অর্জন। রাজনৈতিক নেতাদের অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এ দেশে কিছু ধনী বণিক লুটেরা সৃষ্টি হয়েছে।

এ কে এম মফিজুর রহমান

আমি একটা বই নিয়ে এসেছি। বইটা প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন, ২০০৪ সালে জাতীয় সংসদের একটি পরিচিতি হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৩০০ এমপির বায়োডাটা দেওয়া আছে, জন্ম তারিখ, কোয়ালিফিকেশন, প্রফেশন–সবকিছু দেওয়া আছে। এই ৩০০ জনের ভেতরে যোগ্যতার আলোকে কিছু বিষয় আজকের সভায় উপস্থাপনের জন্য আমি নিয়ে এসেছি। এই ৩০০ জনের মধ্যে এসএসসি পাস আছেন মাত্র চারজন, এইচএসসি পাস আছেন ১৯ জন, একজনের নামের পাশে লেখা আছে বিলো এসএসসি, আর কোনো কোয়ালিফিকেশন মেনশন করা নাই, এ রকম আছেন ২০ জন। এই হচ্ছেন আমাদের সংসদের নেতারা, যারা আমাদের আইন কানুন তৈরি করবেন। দয়া করে আজকে যদি আপনারা প্রস্তাব রাখেন যে, একটা ক্রাইটেরিয়া থাকুক, তার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কী হতে হবে? আরেকটি কথা। যদি আমরা ভুয়া ভোটার তালিকাকে প্রতিহত করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আইডেন্টি কার্ডের প্রচলন হওয়া দরকার।

শফিকুল ইসলাম শিকদার

আমি এসেছি একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে সিপিডিকে। চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে–আজকে যে জায়গাটায় সিপিডি প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে, সৎ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন তারা–সৎ প্রতিনিধি আসুক, যোগ্য প্রতিনিধি আসুক, এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনারা এত কষ্ট করে গ্রামেগঞ্জে, অলিতেগলিতে না ঘুরে যেখানে কড়া নাড়লে সৎ মানুষ বেরিয়ে আসবে বা মনোনয়ন বের করে আনতে পরবেন, সেই রকম দুই-তিনটা জায়গাতে যান। ১৪ দলীয় জোটের কাছে যান, যাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড আছে। চারদলীয় জোটের কাছে যান, যাদের পার্লামেন্টারি বোর্ড আছে। যারা মনোনয়ন দেবে, তাদেরকে গিয়ে আপনাদের আকুল আবেদনটা বলুন। দুই নম্বর, সৎ প্রতিনিধি তো বিভিন্ন সময় নির্বাচন করে। একজন আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষক, তিনি একটা ছোট দল থেকে দাঁড়ান, ভোট পান ১১৬, জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। আর একজন কালো টাকাধারী মনোনয়ন কিনে এনে বিপুল ভোটে বিজয়ী, এ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান কী? আসলে সৎ মানুষ খোঁজার চেয়ে সৎ মানুষটাকে কীভাবে নিয়ে আসা যায় সে জন্য চেষ্টা করলে বোধহয় ভালো হয়।

গোলাম ফারুক

প্রশ্ন হচ্ছে, যারা অনুষ্ঠানের আলোচক, তারা কতটুকু যেতে চান? কতটুকু যেতে পারবেন? যতই আইন করেন, কালো টাকার ক্যান্ডিডেটদের কোনো দলই নমিনেশন দেওয়া বন্ধ করবে না। এখন আপনি কী করবেন? আজকে যদি এক পার্টি সৎ ক্যান্ডিডেট দেয়, আর এক পার্টি অসৎ ক্যান্ডিডেট দেয়, তখন অবস্থা কী দাঁড়াবে? আপনাকে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে রোগ কোথায়। এখন আপনাদের আসল কথা বলতে হবে। সময় পেরিয়ে গেলে বললে হবে না। নির্বাচনে কালো টাকা ব্যবহারের সুযোগই দেওয়া যাবে না–এ রকম আইনি কোনো পদ্ধতির কথা আপনারা ভাবুন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

উনি বলেছেন নির্দিষ্ট করে বলতে। আইনি পদ্ধতির কথা বলেছেন। আমাদের কথা হলো বাংলাদেশে এই মুহূর্তে অনেক ভালো ভালো আইন আছে। সমস্যা হলো কেউ জোর দিয়ে এগুলো বাস্তবায়ন করছে না। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো একটা নির্বাচন কমিশন যদি থাকত, তাহলে বর্তমান পরিস্থিতি গুণগতভাবে পরিবর্তন করে দেওয়া সম্ভব হতো বলে আমরা মনে করি। দুঃখের বিষয়, সেটিই করা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত, সেহেতু নতুন আইনের পাশাপাশি বর্তমান আইনগুলোকেও বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে।

অ্যাডভোকেট সৈয়দ আব্দুল্লাহ পিন্টু

আমি পাকিস্তান আমলে কুমিল্লা জেলার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। কিছু যুবক এখানে খুব সুন্দর কথা বলছে, আমার খুব ভালো লাগছে, সেই জন্যই আমি আমার পরিচয়টুকু দিলাম। যুবকদের বলব, আজ দেশ, জাতি আসলে আপনাদের দিকে চেয়ে আছে। ১৯৭০, ৬৯, ৬৬, ৬৭, ৬৮ আমাদের মতো যুবকরাই এই দেশের জন্য মঙ্গলের চিন্তা করেছিল ও দেশটাকে স্বাধীন করেছিল। জাতি চায় এই যুবক সমাজ, এই কৃষক সমাজ, এই শ্রমিক সমাজ, আপনারা এগিয়ে আসুন পরিবর্তনের জন্য।
আপনারা ২১ দফা দিয়েছেন, আমি এর সঙ্গে একটা যোগ করতে চাই–গ্যাস কাউকে দেওয়া যাবে না। এটা আমাদের সম্পদ।

জামিলুর রেজা চৌধুরী
সিভিল সোসাইটির অনেকগুলো ভূমিকা আছে। তার মধ্যে একটা, যেটার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত–সুপারিশমালা যাতে বাস্তবায়ন করা হয়, তার জন্য একটা প্রেসার গ্রুপ তৈরি করা। এই যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাফল্য দেখতে পান, পরিবেশের ক্ষেত্রে, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে, এটা কিন্তু সিভিল সোসাইটির প্রেসারে সরকার অনেক সময় করতে বাধ্য হয়। এ সপ্তাহে একটা গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে, আপনারা জানেন কি না? নির্মাণ বিধিমালা, এটার সঙ্গেও আমি জড়িত ছিলাম। বহু বছর ধরে এটা আটকে ছিল, শেষ পর্যন্ত সিভিল সোসাইটির প্রেসারে সরকার বাধ্য হয়েছে। সুতরাং সুশীল সমাজ শুধু আইভরি টাওয়ারে বসে প্রতিবেদন, সুপারিশমালা তৈরি করে এটা ঠিক না। তারা অ্যাকটিভিস্ট হিসেবেও কাজ করে। ১৯৯১ সালে প্রফেসর সোবহান একটা উদ্যোগ নিলেন, প্রায় আড়াই শ দেশীয় পেশাজীবীদের সম্পৃক্ত করে সুপারিশমালা তৈরি করা হলো। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সুপারিশমালার বাস্তবায়ন হয়েছে কি না? সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করুক আর না করুক, পরবর্তী সরকারগুলো কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সেই টাস্কফোর্সের যে চার ভলিউম আছে, সেখান থেকে অনেকগুলো সুপারিশ নিয়ে বাস্তবায়ন করেছে। আমরা একটা খসড়া কাজ করে যাচ্ছি। আপনাদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে আকাঙ্খাগুলো আমরা চূড়ান্ত করব। ইলেকশনের ব্যাপার এসেছে। ১৯৯৫ সালে প্রথম যখন উদ্যোগ নেয়া হয় আইডি কার্ডের, ভোটার আইডি কার্ড, তখন নির্বাচন কমিশন আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত তার কয়েক মাস পরেই আমাদের উপদেশগুলো না নিয়ে একটা জগাখিঁচুড়ি তৈরি করল। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে আইডি কার্ড ছাড়া নির্বাচন করতে হলো। একইভাবে ভোটার ডাটা বেইজ ২০০০ সালে একটা উদ্যোগ নেয়া হয়। কেউ বলেছেন বোধ হয় যে, ডাটা বেইজ কিন্তু আছে, যেখানে ইডএনডিপি বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ করে সম্পূর্ণ ডাটা বেইজ করেছিল। সেই সিডিগুলো সংরক্ষিত আছে। সেটা না করে আবার নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় আমরা একটা খসড়া দাঁড় করিয়েছি, ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট। বাংলাদেশে এখন আপনারা জানেন যে, অফিশিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট আছে। সরকারি কর্মকর্তারা বাধ্য না জনগণকে কোনো তথ্য দিতে। কিন্তু এটা রিভাইস করা প্রয়োজন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আমাদের অন্য আরেকটা প্রস্তাব আছে, আজকে সেটা আলোচনা হয়নি, সেটা হলো নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার বন্ধ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে খরচ দিয়ে সমস্ত নির্বাচনী ব্যয় বহন করা যায় কি না, এটা আরেকটা প্রস্তাব।

মো. মফিজ উদ্দিন ভূঁইয়া
স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের তালিকা জাতীয় পর্যায়ে নির্ণয় করে জনগণের মাঝে উপস্থাপন করা এক নম্বর। দুই নম্বর হলো, স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও আজকে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট বিতরণ এবং বিক্রি করা হচ্ছে। এর কোনো প্রতিকার এবং প্রতিবাদ সুশীল সমাজের কাছ থেকে আমরা পাব কি পাব না।

মো. আলী মুর্তজা মাসুদ

বাংলাদেশের বুর্জোয়া দলগুলো, কোনো নিয়ম-কানুন মানে না। তারা মিটিংয়ে বলে যে, আমরা নিয়ম-কানুন মানব। কিন্তু তারা পরে নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে। আমি মনে করি সিপিডির যে সংলাপ, চারটি রাজনৈতিক দল, বিএনপি, জামায়াত ইসলাম, আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি। তাদেরকে নিয়ে সংলাপ করুন। তারা কী বলে? তারা যদি আমাদের সৎ, যোগ্য প্রার্থী নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে, তারা যদি সিপিডির সংলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে আমরা মনে করব, তারা যে কমিটমেন্ট দেবে সে কমিটমেন্ট তারা পালন করবে। আর আপনি যে রূপরেখা দিয়েছেন সেটাতে লুটপাটের কোনো তথ্য নাই।

আরিফ ইবনে আতিক

আমরা দেখেছি এবং জানতে পেরেছি আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে আমাদের লাখ লাখ টাকা টেলিফোন বিল বকেয়া থাকে। তেমনি আমাদের কোম্পানির গ্যাস বিলও বিভিন্ন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীবর্গের কাছে বকেয়া আছে। আমাদের আবেদন, এই ধরনের বিলখেলাপি কিংবা ঋণখেলাপিদেরকে যেন নমিনেশন দেওয়া না হয়। আর বাংলাদেশের উন্নয়ন রূপকল্পের যে ২১টি ধারা আপনারা বলেছেন, সেটাতে মাদকাসক্ত কিংবা মাদকমুক্ত বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো কথা নেই। একটা সুন্দর জাতির জন্য একটা সুন্দর মাদকমুক্ত বাংলাদেশ চাই, অনুগ্রহ করে এটা অন্তর্ভুক্ত করবেন।

আব্দুল কাইয়ুম

শেষ পর্যন্ত ভোটারদের যদি সচেতন করতে পারি, তাহলে কিন্তু সৎ লোক বেছে নেওয়া বা দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে সৎ প্রার্থী দেয়, সেই কাজটা করতে পারব। আর প্রথম আলো সব সময় ভালো কাজের সঙ্গে থাকে। ভালো উদ্যোগের সঙ্গে থাকে। সিপিডি যেটা করে তার সঙ্গেও আমরা আছি। এ ছাড়া আপনারা জানেন এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা কাজ করছি। ভাষা প্রতিযোগ করছি, গণিত অলিম্পিয়াড করছি। এগুলোর উদ্দেশ্যটা কী? উদ্দেশ্য এই দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলা। যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণের স্বার্থে সবাই কাজ করছে আমরা সেটাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করব। আমরা আমাদের একটা সামাজিক কমিটমেন্ট নিয়েই কিন্তু এই পত্রিকায় এসেছি। আমরা দলনিরপেক্ষভাবে সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরছি।

অধ্যাপক আমীর আলী চৌধুরী

আমি শুধু এটুকু স্মরণ করব এখানে, দেবপ্রিয় বাবু বলেছেন যে, যোগ্য লোককে চয়ন করতে হবে, আগামী ২০০৭ সালের নির্বাচনের জন্যে। সৎ, নীতিবান ও যোগ্য এই তিনটি বিশ্লেষণ তিনি উচ্চারণ করেছেন। আমি বিনীতভাবে তাকে যোগ করতে বলব, সাহসী লোকের দরকার আছে। যিনি অপ্রিয় সত্যও বলতে কুণ্ঠিত হবেন না। এটা যদি না হয়, তাহলে তিনি মন্ত্রিত্বের লোভ সামলাতে পারবেন না। অর্থাৎ গদি চলে যাওয়ার ভয়ে পার্লামেন্টে তিনি সত্যকে প্রকাশ করবেন না, বা তার নীতিনির্ধারণী কমিটিতে তিনি সত্যকে চেপে যাবেন। সে জন্য সাহসী লোকের প্রয়োজন আছে, এই গেল এক। আর দুই নম্বর ধরে নিলাম আমরা সৎ, নীতিবান, যোগ্য এবং সাহসী লোককে পাঠালাম। নির্বাচন করার জন্য মনোনীত করলাম। কিন্তু তাতে করেও কি তিনি নির্বাচিত হবেন? এ প্রশ্নটি এখন ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মনের চারপাশে। তার কারণ আজকালকার এই দিনে নির্বাচনের ব্যাপারটি একটা মেকানিজমের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। এটি একটি মেকানিজম। তাই যদি হয়, তাহলে আমি আজকের এই আয়োজকদের এই পরামর্শ দেব, আপনারা সেই পন্থা বের করুন, কীভাবে এই মেকানিজমকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, যাতে কোনো রকমের প্রভাব বিস্তার না করে বা কোনো কারচুপি না করে নির্বাচন করা যায়। সেটা নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়েও হতে পারে। এই মেকানিজম যাতে না করা হয় সে পন্থা আমাদের বের করতে হবে। তা না হলে যোগ্য লোককে আমরা মনোনয়ন দিয়েও পার পাব না। আমাদের অনেকের অনেক কিছু বলার আছে, বলতে চাই, এই যে বলতে চাওয়া, এটার একটা প্লাটফর্মের দরকার আছে। সেই প্লাটফর্মের সুযোগটি আপনারা করে দিয়েছেন। সেই জন্য কুমিল্লাবাসীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কুমিল্লা সংলাপের সুপারিশমালা (সংক্ষিপ্ত)

- রাজনীতিতে এবং সংসদে গোষ্ঠীভিত্তিক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- নির্বাচন কমিশন এবং এর বিভিন্ন সংস্কারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা থাকা উচিত।
- এ আন্দোলনকে গ্রামীণ পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারলে সফলতা আসবে।
- স্থানীয় সরকারে মহিলাদের ভূমিকা বাড়ানো এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা গেলে নির্বাচনী ব্যবস্থায় এর সুফল পাওয়া যাবে।
- সংখ্যালঘুদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- ভোটারের যদি কোনো প্রার্থীকেই পছন্দ না হয় সে ক্ষেত্রে 'না' ভোট দেওয়ার বিধান রাখতে হবে।
- এ আন্দোলনকে শুধু নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে, জাতীয় সকল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া উচিত। বিশেষ করে, সরকারি কর্মকর্তা, কালো টাকার মালিক, পুলিশের দুর্নীতির বিষয়ে উদ্যোগ প্রয়োজন।
- সৎ ও শিক্ষিত লোকেরা যেন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- সাংসদদের সরাসরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত করা উচিত নয়। সাংসদরা যেন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে না জড়াতে পারেন, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সরকারি কর্মকর্তারা অবসর নিতে না নিতেই কীভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন?
- মনোনয়নপত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার।
- প্রার্থীদের নির্বাচনের আগে ও পরে সম্পদের হিসাব দিতে হবে।
- গ্রামের নিরক্ষর মানুষ আসলে একজন সংসদ সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা রাখে না। এ বিষয়ে পাঠ্যক্রমে ও মিডিয়ায় প্রচার করা উচিত।
- ভোটারদের আইডি কার্ড দিতে হবে।
- সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করা উচিত।
- মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সাত দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করা উচিত।
- সারা দেশে এক দিনে নির্বাচন সম্পন্ন না করে কয়েক দিনে নির্বাচন করা উচিত।
- রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন করতে হবে।
- নির্বাচনী প্রচার প্রার্থীর হাতে ছেড়ে না দিয়ে, নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচন কমিশন নিজেরাই প্রার্থীর পোস্টার ছাপাতে পারে।
- বকেয়া বিলখেলাপি সাংসদদের চিহ্নিত করা উচিত।
- নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন না করলে তার জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।